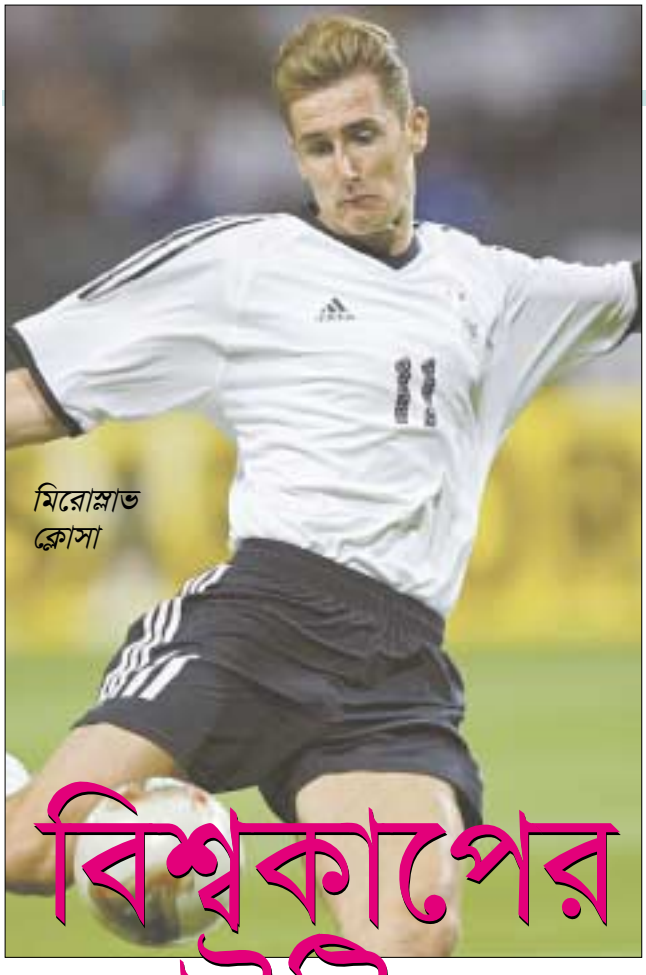

মিরোস্লাভ ক্লোসা

বিশ্বকাপের হ্যাটট্রিকস

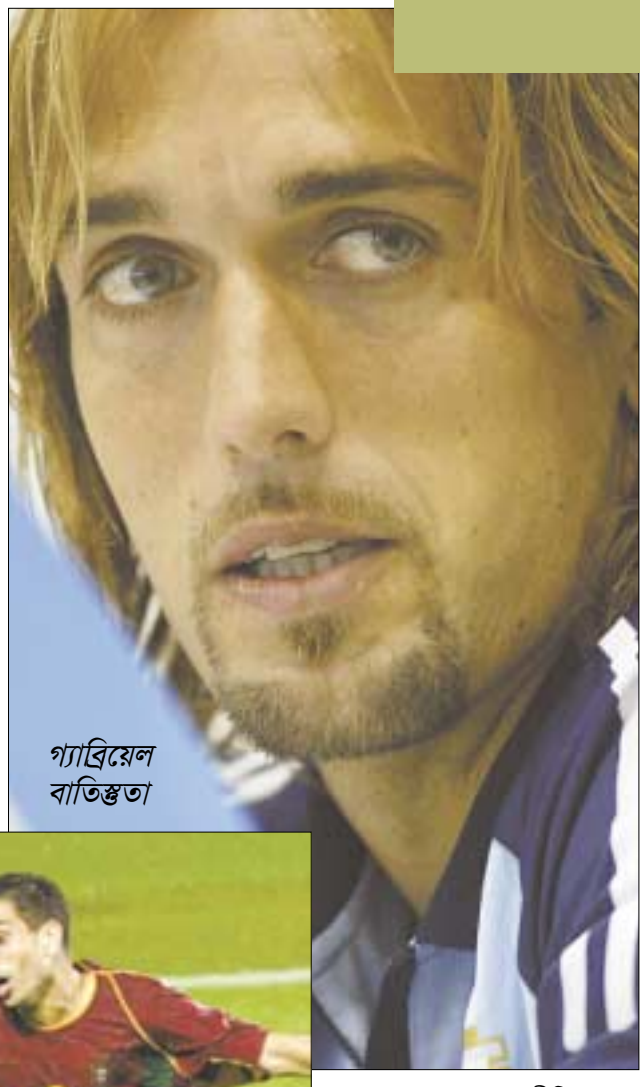

গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা

পলেতা

লিখেছেন **জি. এম ইকবাল**

বিশ্ববাসী এখন ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত। চার চারটি বছর পর বিশ্বকাপের অনুষ্ঠান বসে। পথের ভিখারি থেকে শুরু করে মর্যাদাপূর্ণ প্রেসিডেন্ট– বিশ্বকাপ ফুটবল অবলোকন করে চলেছেন সবাই। নিয়মিত খেলা দেখার পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রীগণ স্বীয় খেলোয়াড়দের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। উৎসাহ যোগাচ্ছেন রীতিমতো। রাষ্ট্রপ্রধানদের এহেন আগ্রহে খেলোয়াড়রা যেন দ্বিগুণ উৎসাহিত। উজ্জীবিত নৈপুণ্য প্রদর্শনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছেন খেলোয়াড়রা। ফরোয়ার্ডরা গোল করতে মরিয়া হয়ে লড়ছেন। সেই কাঙ্ক্ষিত গোল পেয়ে গেলে দেখা যায় স্কোরারকে নিয়ে মাঠে আনন্দের বন্যা। সে আনন্দের

কতো রূপ! কতো না বাহার! ১৯৯০ সালে ব্রাজিলের স্ট্রাইকার কারেকার ব্রেকড্যান্সের কথা খুব মনে পড়ে। সুইডেনের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ ছিল তাদের। প্রথম গোল করে দৌড়ে ছুটে যান কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে। তারপর কোমর দুলিয়ে সাম্বানৃত্য। সেই নৃত্য পরবর্তীতে ফলো করতে দেখা গেছে অনেক গোলদাতাকে। গোল করে কেউ বা পাখির মতো দু'হাত মেলে ডানা বানিয়ে ঘুরে বেড়ান। ডিগবাজি দিয়ে অনেকে আনন্দিত হন। বিশ্বকাপে গোল করার কৃতিত্ব অন্যরকম। আর কোনো স্ট্রাইকার যখন হ্যাটট্রিক করেন, তখন খুশিতে যেন আটখানা। বিশ্বকাপ হ্যাটট্রিক নিয়ে এবার যতো কথা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ওয়ার্ল্ডকাপ মাঠে গড়াচ্ছে। জাপান-কোরিয়ায় এই আসর হওয়ায় এশীয়দের অভূতপূর্ব আনন্দ বইছে। স্বাগতিকদের মধ্যে কোরিয়ার সাফল্যে এদেশের দর্শকরাও আনন্দে আত্মহারা। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত জাপানের সাফল্য বৈকি। এশিয়ার অন্য দুই প্রতিনিধি চীন এবং সৌদি আরবের পারফরমেন্স অবশ্যই লজ্জাকর। চীন না হয় নবাগত হয়ে পার পেয়ে গেল। সৌদি আরবের ব্যর্থতা তো লা জবাব! বিশেষ করে জার্মানির কাছে আটটি গোল খাওয়ার দৃশ্য অনেকদিন মনে থাকবে। জার্মান-সৌদি ম্যাচে মিরোস্লাভ ক্লোজ হ্যাটট্রিক করার গৌরব অর্জন করেন। সেই সঙ্গে ক্লোজ হিরো বনে যান। বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবল দর্শক এই আনসাং হিরোকে হৃদয়পটে ঠাঁই দিয়েছে। বিশ্বকাপ শুরুর আগে ফুটবল হিসেবিরা অলিভার কান, বিয়ের হফ এবং মাইকেল বালাকের মতো খ্যাতিমানদের জানত। ক্লোজ খ্যাতি পেয়ে গেলেন হ্যাটট্রিকের সুবাদে। এটি ছিল বিশ্বকাপের আটত্রিশতম হ্যাটট্রিক। আর সপ্তদশ বিশ্বকাপে প্রথম। মিরোস্লাভ ক্লোজ তিনটি গোলই হেড দিয়ে করেন। পরিসংখ্যান বলে, পূর্ববর্তী হ্যাটট্রিকগুলো খ্যাতিমান স্ট্রাইকাররাই করেছেন। বিশ্বকাপের সর্বাধিক গোলদাতা জার্মানির গার্ড মুলার। তিনি দু'টি হ্যাটট্রিক করেছিলেন ১৯৭০ বিশ্বকাপে যথাক্রমে বুলগেরিয়া ও পেরুর বিরুদ্ধে। জার্মানির প্রখ্যাত স্ট্রাইকার রুমানিগেও বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করেছেন। করেছেন পেলের মতো ফুটবল সম্রাট। বিশ্বকাপে ডাবল হ্যাটট্রিক করেছেন এ যাবৎ চারজন। এরা হচ্ছেন– হাঙ্গেরির স্যানডর ককসিস, জাস্ট ফন্টেইন (ফ্রান্স), গার্ড মুলার এবং বাতিস্তুতা।

এবার মিরোস্লাভ ক্লোজ প্রসঙ্গে। ক্লোজ ২০০২ বিশ্বকাপের গোল হিরো। এ যাবৎ পাঁচটি গোল করে গোলদাতাদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন (কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত)। ক্লোজ জার্মানির পূর্ববর্তী বিশ্বকাপ স্ট্রাইকার কোচ রুডি ভয়েলারের আবিষ্কার। স্ট্রাইকিং পজিশনে ক্লোজের হেড ওয়ার্ক চমৎকার। চারটি গোল তার হেড দিয়েই করা। এশিয়ার গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় জার্মানি একটি নতুন কৌশলে খেলছে। জার্মান প্রথম একাদশের খেলোয়াড়রা বয়সে অনেকটা তরুণ। তাদের উচ্চতাও ছয় ফুটের বেশি। যে উচ্চতা অন্যসব দেশের খেলোয়াড়দের এভয়লেবল নয়। এরকম তারুণ্যের উচ্চতাসম্পন্ন খেলোয়াড়রা বল বেশির ভাগ সময় হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখেন। তাদের পাসিং গ্রাইন্ডেড কম, এয়ারে বেশি। ফলে দেখা যায়, মাঠে বলের নিয়ন্ত্রণ জার্মানদের মাথার দখলে। এমনি অবস্থায় স্ট্রাইকিং জোনে ক্লোজ, বালাক ও জ্যান্‌কাররা বল পেলে হেড দিয়ে সহজেই গোল করতে সমর্থ হচ্ছেন। যেমনি সার্থক ক্লোজ হ্যাটট্রিক করে। গত বিশ্বকাপে তিন গোল করা অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার বিয়ের হফকে না খেলিয়ে ক্লোজকে খেলিয়ে কোচ ভয়েলার যথার্থ কাজটিই করেছেন। কথায় বলে না- রতনে রতন চেনে।

বিশ্বকাপে ঊনচল্লিশতম হ্যাটট্রিক করেন পর্তুগালের স্ট্রাইকার পলেতা। পর্তুগালের লুই ফিগোর বিশ্বব্যাপী পরিচিতি থাকলেও পলেতার ছিল না। পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে পলেতা তার জাত চিনিয়ে দিয়েছেন। তার হ্যাটট্রিক পর্তুগালকে দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলানোর স্বপ্ন দেখালেও শেষ পর্যন্ত তার বাস্তবায়ন হয়নি। কোরিয়ার কাছে হেরে ফিরে গেছেন পলেতা, ফিগো এবং লুই কোস্তারা। তবে পলেতার হ্যাটট্রিক ফুটবলামুদে দর্শকদের মন ভরিয়েছে। ভিতর বাইয়া, সার্জিও কনসেসাস ও হোয়াও পিন্টোরা হারিয়ে গেলেও কৃষক পরিবারের ছেলে পলেতাকে অনেকদিন মানুষ স্মরণ করবে তার গোল স্কোরিং অ্যাবিলিটির কারণে। পর্তুগাল ব্যর্থ মিশনে ফিরে গেলেও পলেতাকে দেশবাসী সম্মান জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। দ্বীপ রাজ্য আসুলেতে পলেতার বসবাস। বাবা-মা গরু ও ভেড়া লালন-পালন করেন। দুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন তারা। পলেতা বর্তমানে ফ্রান্সের দেপর্টিভলায় খেলেন। বড় ক্লাবে খেলেন বিধায় তার এখন অনেক উপার্জন। তাই বাবা-মাকে গ্রামের বাড়িতে একটি বড় গরু ও ভেড়ার ফার্ম বানিয়ে দিয়েছেন। ২৯ বছর বয়স্ক পলেতা একজন পরিণত স্ট্রাইকার হিসেবেই বোর্দো ক্লাবে খেলবেন আগামী বছর। ২০০৬ সালে জার্মান বিশ্বকাপে হয়তো তাকে দেখা যাবে না। তবে তার হ্যাটট্রিক কৃতিত্বের নিমিত্তে বিশ্বের মানুষ তাকে স্মরণ করবে।

বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে হিসেবি খেলা শুরু হয়েছে। তাই গোলের আকাল পড়েছে। প্রথম রাউন্ডের মতো গোলের ছড়াছড়ি থাকছে না। তাই সম্ভবত বিশ্বকাপের চল্লিশতম হ্যাটট্রিক কারেন্ট বিশ্বকাপে দেখা যাচ্ছে না। ক্লোজ এবং পলেতার ট্রিপল গোল নিয়েই দর্শকদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যেসব স্ট্রাইকার বিশ্বকাপে ডাবল হ্যাটট্রিকের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাদের স্ট্যাটিসটিকস বক্সে দেওয়া হলো।

'৭০ সালে জার্মানীর পক্ষে ডাবল হ্যাটট্রিক করেন গার্ড মুলার (ডানে)

বিশ্বকাপে ডাবল হ্যাটট্রিকস

নাম	দেশ	প্রতিপক্ষ দেশ	হ্যাটট্রিক	সাল
স্যানডর ককসিস	হাঙ্গেরি	দঃ কোরিয়া এবং জার্মানি	২টি	১৯৫৪
জাস্ট ফন্টেইন	ফ্রান্স	প্যারাগুয়ে এবং জার্মানি	২টি	১৯৫৮
গার্ড মুলার	জার্মানি	বুলগেরিয়া এবং পেরু	২টি	১৯৭০
গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা	আর্জেন্টিনা	গ্রিস এবং জ্যামাইকা	২টি	১৯৯৪ ও '৯৮

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের দুই আসরে একমাত্র বাতিস্তুতা হ্যাটট্রিক করেছেন। বাকিরা একই আসরে। বিশ্বকাপে এ পর্যন্ত ৩৯টি হ্যাটট্রিক হয়েছে।